মসজিদের আদব

14-July-2022

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে। মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া-দাওয়া ও ঘুমানো, সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পানও শরয়ীভাবে জায়িয নয় তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত থাকে তবে এই সকল কাজ সাধারণভাবে জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যত শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া, পান করা বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:**

مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا بِهَا مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِهَا حَتّٰى يُبَلِّغَنِيْهَا

অর্থাৎ যে (ব্যক্তি) আমার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে **আল্লাহ পাক** তার উপর দশটি রহমত অবতির্ণ করেন আর একজন ফিরিশতা এই দরূদে পাক আমার কাছে পৌঁছানোর জন্য নিযুক্ত আছে।

(মুজামু কবীর, ৮/১৩৪, নং: ৭৬১১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮৪)** হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইমামে আহলে সুন্নাত ও মসজিদের আদব

রমযানের বরকতময় মাস ছিলো আর ভারতের ঐতিহাসিক শহর বেরেলী শরীফের মধ্যে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিলো। অপর দিকে এত প্রচণ্ড শীত ছিলো যে, মানুষ গরম কাপড় পরিধান করে লেপের মধ্যে প্রবিষ্ট ছিলো। কিন্তু আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, পরওয়ানায়ে শাময়ে রিসালাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফয়যানে রমযান থেকে ফয়েয প্রাপ্ত হওয়ার জন্য মসজিদে ইতিকাফ রত ছিলেন। প্রতিটা মূহুর্তে **আল্লাহ পাকের** স্মরণ ও মুস্তফা

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিকিরে অতিবাহিত করছিলেন। লোকেরা মাগরীবের নামায আদায় করে চলে যাচ্ছিলো আর এখন ঘড়ির কাটা ইশারের সময় নিকটবর্তী হওয়ার সংবাদ দিচ্ছিলো। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইশার নামাযের জন্য অযু করার চিন্তা করলেন, কিন্তু সেখানে বৃষ্টির ঠান্ডা পানি থেকে বেঁচে অযু করার অন্য কোন জায়গা ছিলো না। মসজিদে করলেতো মসজিদের ফ্লোর ব্যবহৃত পানি দ্বারা অপবিত্র ভিজে যেতে পারে এবং বাইরেও যাওয়া যাচ্ছে না। তবে এখন কি করা যায়? **আল্লাহ পাক** যাকে তার দ্বীনের জন্য নির্বাচিত করেছেন, তাকে বুদ্ধি ও বিচক্ষণতাও প্রদান করেন। অতঃপর আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই মাসয়ালার এত সুন্দর সমাধান বের করলেন, যা দেখে প্রতিটা মসজিদের আদবকারীরা অবাক হয়ে উঠবে যে, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার পরিধানের লেপকে ভাজ করে মোটা করলেন এবং তাতে বসে অযু করে নিলেন, আর সারা রাত কেঁপে কেঁপে জাগ্রত থেকে অতিবাহিত করলেন। কিন্তু অযুর পানির একটি ফোঁটাও মসজিদের ফ্লোরে পড়তে দেননি।

(ফয়যানে আ'লা হযরত, ১২১ পৃষ্ঠা)

মসজিদের প্রতি বেয়াদবীর বিভিন্ন ধরণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনা কৃত ঘটনা থেকে অনুমান করুন যে, আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অন্তরে মসজিদের আদব ও সম্মানের প্রতি কেমন উৎসাহ উদ্দীপনা ছিলো যে, বৃষ্টি ও প্রচণ্ড শীতের মধ্যে নিজে তো কষ্ট ভোগ করলেন, কিন্তু মসজিদের মধ্যে এক ফোঁটা পানিও পড়তে দেননি।

কিন্তু আফসোস! আমাদের সমাজে অনেক লোক এমন রয়েছে, মসজিদের আদবের ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ। সাধারণত লোকেরা অযু

করার পর মসজিদের দেওয়াল ও ফ্লোরের উপর পায়ের চিহ্ন বসিয়ে দেয়, আর চেহারা ও হাত থেকে পানির ফোঁটা টপকে পড়ে। অযুর অঙ্গ থেকে পানির ফোঁটা মসজিদে পড়া নাজায়িয ও গুনাহ। **(বাহারে শরীয়াত, ১/৬৪৭)** এভাবে রমযান শরীফের মধ্যে ইতিকাফকারী কতিপয় ব্যক্তি মসজিদের সম্মানকে পিছনে ফেলে গল্প, অট্ট-হাঁসি, পান চর্বন করে এবং মসজিদের কোন কোণায় থুথু ফেলতে দেখা যায়। কখনো মসজিদের দেয়ালে দাগ ফেলে দেয়। এই ধরণের কাজ করাতে মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট নয়। মসজিদ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য **আল্লাহ পাক** নিজেই হুকুম দিয়েছেন। যেমনিভাবে ১ম পারা, সূরা বাকারার ১২৫নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَعَهِدْنَآ اِلٰۤى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ﴿۱۲۵﴾

(পারা- ১, সূরা- বাকারা, আয়াত- ১২৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আমি ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে তাকিদ দিয়েছিলাম আমার ঘরকে খুব পবিত্র করো, তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী এবং রুকু ও সিজদাকারীদের জন্য।

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর হাকিমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াত প্রসঙ্গে বলেন: এই আয়াত থেকে জানা গেলো, মসজিদ সমূহকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। সেখানে ময়লা ও দূর্গন্ধযুক্ত জিনিস আনা যাবে না। **(নূরুল ইরফান, ১ম পারা, সূরা বাকারা, আয়াত- ১২৫)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অবশ্যই আমাদের সবার দায়িত্ব হলো, কুরআনের হুকুমের উপর আমল করে মসজিদে সবধরণের ময়দা ও দূর্গন্ধযুক্ত বস্তু থেকে বাঁচিয়ে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। হাদীস শরীফের মধ্যেও আমাদের এই বিষয়ের হুকুম পাওয়া যায়। যেমনিভাবে- হযরত

সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **হুযুর নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিঃসন্দেহে এই মসজিদের মধ্যে ময়লা-আবর্জনা, প্রস্রাব-পায়খানার মতো কোন কিছুই জায়েয নেই। এ মসজিদ তো কুরআন তিলাওয়াত, **আল্লাহ পাকের** যিকির ও নামাযের জন্য।" **(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৪/৩৮১, হাদীস- ১২৯৮৩)**

অন্য আর এক জায়গায় ইরশাদ করেন: "মসজিদ নির্মাণ করো আর সেখান থেকে ধূলাবালি বের করে দাও, যে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ নির্মাণ করে, **আল্লাহ পাক** তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।" এক ব্যক্তি আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! মসজিদ কি চলাচলের রাস্তায় নির্মাণ করা যাবে? ইরশাদ করলেন: "হ্যাঁ! আর সেখান থেকে ধূলাবালি পরিস্কার করা বড় চক্ষু বিশিষ্ট হুরদের মহর।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ, কিতাবুস সালাত, বাবু বিনারিল মসজিদ, ২/১১৩, হাদীস- ১৯৪৯)** জানা গেলো, মসজিদ পরিস্কার করা অনেক মহান ও ফযীলতের কাজ। আসুন! এ প্রসঙ্গে একটি বর্ণনা শুনি:

মসজিদ পরিস্কারের জন্য অনন্য পুরস্কার

হযরত সায়্যিদুনা উবাইদ বিন মারযুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; মদীনা শরীফের মধ্যে এক মহিলা মসজিদ পরিস্কার করতো। যখন তার ইন্তেকাল হয়ে গেলো, তখন **হুযুর নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট এই সংবাদটি পৌঁছানো হয়নি। একদা **হুযুর নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ঐ কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন, তখন জিজ্ঞাসা করলেন: "এটা কার কবর?" তখন সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان আরয করলেন: উম্মে মিহজনের। ইরশাদ করলেন: "সেই! যে মসজিদ পরিস্কার করতো?" সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان আরয করলেন: জ্বি, হ্যাঁ। তখন **হুযুর নবী**

করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লোকদেরকে ঐ কবরের পাশে কাতার তৈরী করার হুকুম দিলেন এবং তার জানাযার নামায আদায় করালেন। তারপর ঐ মহিলাকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করলেন: "তুমি কোন আমলটি উত্তম পেয়েছো?" সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সে কি শুনছে? ইরশাদ করলেন: "তোমরা তার চেয়ে বেশি শুনছোনা।" তারপর **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "এই মহিলাটি আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন: মসজিদ পরিস্কার করার আমলটি আমি সবচেয়ে উত্তম পেয়েছি।"

(আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নং: ৪, ১ম খন্ড, ১২২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! মসজিদের প্রতি ভালবাসা এবং এটার পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার মধ্যে অংশ নেওয়া কেমন উত্তম আমল। এর বরকতে ঐ মহিলার জানাযার নামায **আমাদের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পড়িয়েছেন। এই ঘটনা শুনার পর ৩টি কথার জরুরী ব্যাখ্যাও শুনে নিন:

(১) শরীয়াতে পর্দার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রকাশ্য হায়াতের সময় মহিলারা মসজিদে জামায়াত সহকারে নামায আদায় করতো। তারপর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মহিলাদেরকে মসজিদে উপস্থিত হতে নিষেধ করা হয়েছে। ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার মধ্যে রয়েছে: আমীরুল মু'মিনীন, ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ মহিলাদের মসজিদে আসতে নিষেধ করেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর কাছে অভিযোগ করা হলো, (তখন ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর পক্ষ হয়ে বললেন:) হুযুরের পবিত্র

যুগেও যদি এই অবস্থা হতো, তবে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও মহিলাদেরকে মসজিদে আসার অনুমতি দিতেন না।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ৫৪৯ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) এই পবিত্র ঘটনা থেকে এটাও জানা গেলো, **আল্লাহ পাক আমাদের প্রিয় নবী, মদীনে ওয়ালে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এই ক্ষমতা দিয়েছেন যে, তিনি যখন চান, যে মৃতের সাথে ইচ্ছা কথা বলতে পারেন। এমনকি এটাও জানা গেলো, মৃত ও সৃষ্টিকুলের কথা শুনে এবং বুঝার যোগ্যতাও রাখে। অতঃপর মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: জীবদ্দশায় লোকদের শুনার যোগ্যতাটা বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে। কেউ কাছ থেকে শুনে, উদাহরণস্বরূপ- সাধারণ লোক। আর কেউ দূর থেকে শুনে থাকে, উদাহরণস্বরূপ- নবী ও আউলিয়া। মৃত্যুর পর এই শক্তিটা বেড়ে যায়, কমে না। এজন্য সাধারণ মৃতের কবরের পাশে গিয়ে ডাকা হয়, দূর থেকে নয়। কিন্তু আম্বীয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام, আউলিয়াগণকে رَحِمَهُمُ الله দূর থেকে ডাকা যায়। কেননা, তারা যখন জীবিত অবস্থায় দূর থেকে শুনতেন, তখন ওফাতের পরেও শুনেন।

(ইলমুল কুরআন, ২০৮ পৃষ্ঠা)

(৩) **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** নিকটতম অভিভাবক অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির সবচেয়ে বেশি নিকটাত্মীয়, যদি জানাযার নামায পড়তে না পারে, তবে সে তার জানাযার নামায কবরের পাশে আদায় করার অধিকার রয়েছে। যেমনি ভাবে বাহারে শরীয়াত ১ম খন্ড ৮৩৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: অভিভাবক ছাড়া এমন কেউ জানাযার নামায পড়িয়ে দিলো, যে অভিভাবকের চেয়ে বেশি উত্তম নয়, আর যদি অভিভাবক তাকে অনুমতি না দেন এবং অভিভাবক যদি নামাযে অংশগ্রহণ করেননি। তবে নামাযকে পুনরায় আদায় করতে পারবে এবং কবরের পাশেও জানাযার নামায

আদায় করতে পারবে। আর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর নিজ পবিত্র যুগে সকল মুসলমানের নিকটতম অভিভাবক। অতঃপর আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ বলেন: পবিত্র যুগে **হুযুর সায়্যিদে আলম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমস্ত মুসলমানগণের অভিভাবকের মধ্যে অধিক যোগ্য ও নিকটবর্তী এবং অনেক বড় মালিক হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজেই। রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজেই ইরশাদ করেন: " اَنَااَوۡلٰى بِالۡمُؤۡمِنِيۡنَ مِنۡ اَنۡفُسِهِم অর্থাৎ আমি মুসলমানদের তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক মালিক।" (মুসলিম, ৮৭৪/১৬১৯) যেই নামাযের জানাযা **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সংবাদ না দিয়ে অন্যান্য লোকেরা আদায় করে নিয়েছে, পুনরায় **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐ নামায দ্বিতীয়বার আদায় করলেন। তবে এটা এমন যেমনি ভাবে প্রথম নামাযের জানাযা অন্য কেউ অভিভাবক ছাড়া পড়িয়েছে। নিকটবর্তী অভিভাবকের অধিকার রয়েছে তা পুনরায় আদায় করার। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/২৯১ থেকে সংকলিত) এই জন্য **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উম্মে মিহজনের কবরে উপস্থিত হয়ে জানাযার নামায আদায় করলেন, আর যখন তার উত্তম আমলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন সে মসজিদ পরিস্কারের উত্তম আমলটির কথা বললেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও মসজিদকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উরুরী। মসজিদ পরিস্কারকারী **আল্লাহ পাকের** প্রিয় হয়ে থাকে। হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: "مَنۡ اَلِفَ الۡمَسۡجِد اَلِفَهُ اللّٰهُ অর্থাৎ যে মসজিকে ভালোবাসে, **আল্লাহ পাক** তাকে তার প্রিয় (বান্দা) বানিয়ে নেন।" (মাজমাউজ যাওয়ায়েদ, ২য় খন্ড, ১৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ২০৩১) মসজিদ পরিস্কারকারী ও সেখানে অবস্থান করে **আল্লাহ পাকের** ইবাদতকারী ও রিয়াজতকারী খুবই সৌভাগ্যবান। নিঃসন্দেহে মসজিদ **আল্লাহ পাকের** অনেক বড় প্রিয় নেয়ামত ও শয়তানের আক্রমন থেকে বাঁচার জন্য বড় শক্তিশালী ঢাল।

যেমন- হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন মাকিন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমাদেরকে বর্ণনা করা হতো যে; اَلۡمَسۡجِدُ حِصۡنٌ حَصِیۡنٌ مِّنَ الشَّیۡطٰن অর্থাৎ মসজিদ শয়তান থেকে বাঁচার জন্য এক মজবুত কেল্লা।

(মুসান্নিফ ইবনে শায়বা, ৮ম খন্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা, নং- ৪)

মসজিদের বিস্ময়কর সৌন্দর্য

কিন্তু আফসোস! শত কোটি আফসোস! বর্তমান সময়ে শয়তানের ক্ষতি থেকে বাঁচতে মসজিদে ইবাদত ও তিলাওয়াতকারীর সংখ্যা খুবই কম। বরং এখন তো **আল্লাহ**র পানাহ! মুসলমানদের অবস্থা এই পরিমাণ খারাপ হতে চলেছে যে, নামাযের সময় মসজিদ শূন্য দেখা যায়। অথচ শহরে বাজারে সিনেমা হলে ও বিশ্রামাগারে খুব বেশি ভীড় দেখা যায়। মুয়াজ্জিন দিনে পাঁচবার حَیَّ عَلَی الۡفَلَاح (আসো কল্যাণের দিকে) এর প্রতিধ্বনিত করে মসজিদে আসার দাওয়াত দেন। কিন্তু দূর্ভাগ্যজনক ভাবে আমরা এই উপস্থিতি থেকে বঞ্চিত। এই জন্য মসজিদের মসল্লী শূন্যতার জন্য অন্তরে আফসোস সৃষ্টিকরুন। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর প্রদান কৃত ইসলামী ভাইদের ৭২টি নেক আমলের মধ্যে নেক আমল নাম্বার ১ এর উপর আমলের ভালো নিয়্যত সহকারে নিজের পরিবারে, প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজনকে নামাযের উৎসাহিত করে মসজিদে নিয়ে আসুন। প্রবল ভাবে "মসজিদ ভরো সংগঠন" চালান এবং এক এক বেনামাযীকে ইনফিরাদি কৌশিশ করে নামাযী বানান। আর এভাবে নিজ মসজিদকে সুরক্ষা করুন।

যে ঘর তার অধিবাসীদের কারণে যদি আবাদ হয়, এটা কেউ দখল করতে পারে না। অন্যথায় খালি জায়গা যে কেউ দখল করে নিতে পারে। নেক আমল নাম্বার ১-এ কি রয়েছে? আসুন এটাকেও মনোযোগ সহকারে

শুনি; "আপনি কি আজ পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামায়াত সহকারে মসজিদের ১ম কাতারে, ১ম তাকবীরের সাথে আদায় করেছেন? প্রত্যেকবার যে কোন এক ইসলামী ভাইকে আপনার সাথে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন কি?" এই নেক আমলের উপর আমলের বরকতে নিজেরও প্রথম কাতারে প্রথম তাকবীরের সাথে জামায়াত সহকারে নামায আদায় করার সৌভাগ্য হবে। এমনকি অন্যজনকেও নামাযের দাওয়াত দিয়ে মহান নেকীর মাধ্যমে সাওয়াবের ধনভান্ডার একত্রিত করার সৌভাগ্য হবে اِنْ شَآءَ الله।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঐ মোবারক সময়ের কথা স্মরণ করুন, যখন দিন-রাত মসজিদ ভরপুর হয়ে থাকতো এবং নামাযীদের সৌন্দর্য বিরাজ করতো। যেমনি ভাবে-

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামীদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নেককার লোক আখিরাতের চিন্তার কারণে মসজিদে পড়ে থাকতো। যেন যত বেশি সম্ভব এই সংক্ষিপ্ত জীবনের সুযোগে উপকার উঠিয়ে আখিরাতের চিরস্থায়ী নেয়ামত জমা করতে পারে। ইবাদতকারীদের আধিক্যতার কারণে মসজিদের বাইরে ছেলেরা খাবার পানীয়ের জিনিস বিক্রি করতো। এই ভাবেই খাবার পানীয়ের জিনিসও ইবাদতকারীদের খুব সহজেই পাওয়া যেতো। **(কিমিয়ায়ে সাআদাত, ১ম খন্ড, ৩৩৯ পৃষ্ঠা)** اَلْحَمْدُ لِلّٰه সেটা কেমন পবিত্র সময় ছিলো যে, মসজিদ দিন-রাত আলোকিত হয়ে থাকতো এবং হায়! আজতো মসজিদের শূন্যতা দেখে কলিজা ফেঁটে যায়। হে মৃত্যুকে বিশ্বাসকারী ইসলামী ভাই! যার সুযোগ রয়েছে, সে যেন হালাল উপার্জন, বাবা-মা, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদির দেখাশুনা এমনকি অন্যান্য বান্দার হক আদায় করার পর যে সময়টা

অবশিষ্ট থাকে, তাতে অবশ্যই দরূদ, আখিরাতের চিন্তা এবং ভালো সংস্পর্শের মধ্যে অতিবাহিত করার চেষ্টা করা উচিত।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন তোমরা কোন মসজিদে আসা যাওয়ার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিকে দেখবে, তবে তার ঈমানের স্বাক্ষী দাও। কেননা, **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

(পারা- ১০, সূরা- তাওবা, আয়াত- ১৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহর মসজিদ সমূহ তারাই আবাদ করে, যারা **আল্লাহ** ও কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান আনে।

(সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান, বাবু মা-জা ফি হুরমাতিস সালাত, ৪র্থ খন্ড, ২৮০ পৃষ্ঠা, নং- ২৬২৬)

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর হাকিমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাফসীরে নঈমীতে বর্ণনা করেন: মনে রাখবেন! মসজিদ আবাদ করার এগারটি (১১টি) ধরণ রয়েছে: (১) মসজিদ নির্মাণ করা, (২) তা বৃদ্ধি করা, (৩) সেটা প্রশস্থ করা, (৪) তার মেরামত করা, (৫) তাতে চাটাই, কার্পেট বিছানো, (৬) এতে রং, চুন লাগানো, (৭) এটার সাজ-সজ্জা করা, (৮) এর মধ্যে নামায ও তিলাওয়াত করা, (৯) এর মধ্যে দ্বীনি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা, (১০) সেখানে প্রবেশ করা, অধিকভাবে আসা যাওয়া করা, (১১) সেখানে আযান ও তাকবীর বলা, ইমামতী করা। **(তাফসীরে নঈমী, ১০ম খন্ড, ২০১ পৃষ্ঠা)** তিনি আরো বলেন: মসজিদ নির্মাণ করা বা তা আবাদ করা বা সেখানে জামাআত সহকারে নামায আদায় করার আগ্রহ

বিশুদ্ধ মু'মিনের আলামত। اِنْ شَآءَ الله এমন লোকদের শেষ পরিণতি ঈমানের উপর হবে। **(তাফসীরে নঈমী, ১০ম খন্ড, ২০৪ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মসজিদ আবাদকরা ও দা'ওয়াতে ইসলামী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! মসজিদে জামায়াত সহকারে নামায আদায় করা, **আল্লাহ্ পাকের** যিকির ও ইলমে দ্বীন শিখা ও শিখানোর মাধ্যমে তা আবাদ রাখা মু'মিনের আলামত। আমাদেরও আমাদের মূল্যবান সময় অনর্থক নষ্ট না করে বেশি বেশি মসজিদে অতিবাহিত করা উচিত। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামী আমাদেরকে এমন অনেক সুযোগ করে দিয়েছে, যার দ্বারা আমরা আমাদের অধিকাংশ সময় মসজিদে অতিবাহিত করতে পারি এবং সাথে সাথে ইলমে দ্বীনের ধনভান্ডার অর্জন করতে পারি।

(১) পুরো রমযানুল মোবারক মাসে বা শেষ ১০ দিনের মধ্যে তরবিয়্যতী ইজতিমায়ী ইতিকাফের ব্যবস্থা করা হয়। যেখানে হাজারো ইসলামী ভাইদের ফরয ইলম শিখানো হয় এবং সুন্নাত অনুসারে দ্বীনি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

(২) মাদানী কাফেলার মুসাফির ইসলামী ভাই ও মসজিদে অবস্থান করেন। এই ভাবেই তারা তাদের অধিকাংশ সময় মসজিদে অতিবাহিত করার ও ইলমে দ্বীন অর্জন করার সুযোগ পেয়ে যায়।

(৩) ফজরের পর মাদানী হালকার ব্যবস্থা থাকে, যেখানে কমপক্ষে ৩ আয়াত, তরজুমা তাফসীর সহ কানযুল ঈমান ও তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান/ তাফসীরে নূরুল ইরফান/ তাফসীরে সীরাতুল জিনান থেকে শুনানো হয়।

(৪) বিভিন্ন নামাযের পর মাদানী দরস, অর্থাৎ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত কিতাব ও পুস্তিকার মাধ্যমে ইলমে দ্বীনের মাদানী ফুল বিতরণ করা হয়।

(৫) দা'ওয়াতে ইসলামীর কিছু মাদানী মারকায (ফয়যানে মদীনার) মধ্যে "দারুস সুন্নাহ" রয়েছে। দ্বীনের প্রয়োজনীয় ভিত্তি নামাযের আমলী পদ্ধতি। বিভিন্ন বিষয়ের উপর সুন্নাত ও আদব শিখা ও শিখানোর কাজ অব্যাহত রয়েছে, আপনিও মসজিদকে আবাদ করতে এবং ইলমে দ্বীন শিখতে ও শিখানোর জন্য এই মহান কাজে সম্পৃক্ত হয়ে **আল্লাহ পাকের** রহমতের অধিকারী হোন।

(৬) বড়দের মাদরাসাতুল মদীনার মাধ্যমে সঠিক মাখারিজের মাধ্যমে কুরআনুল করীম পড়তে শিখানো হয়। এর বরকতেও اَلْحَمْدُ لِلّٰه মসজিদ আবাদ হয়ে থাকে।

(৭) اَلْحَمْدُ لِلّٰه সময়ে সময়ে বিভিন্ন কোর্স যেমন (৬৩ দিনের মাদানী তরবিয়্যতী কোর্স, ৪১ দিনের নেক আমল ও মাদানী কাফেলা কোর্স, ১২ দিনে মাদানী কোর্স) এবং বিভিন্ন ভাবে সংগঠিত মাদানী মাশওয়ারা ও তরবিয়্যতী ইজতিমার মাধ্যমে অনেক আশিকানে রাসূলের মাধ্যমে মসজিদকে আবাদ রাখার সৌভাগ্য অর্জন হয়।

মসজিদের আদবের প্রতি খেয়াল রাখুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের ঘরকে আবাদ রাখা ও তার প্রতি ভালবাসা পোষণ করা খুবই সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু মসজিদের আদবের প্রতি দৃষ্টি রাখা ও সেটাকে সব ধরণের অপছন্দনীয় ও দূর্গন্ধযুক্ত জিনিস থেকে বাঁচিয়ে রাখা অবশ্যই জরুরী। যেমনি ভাবে-

মসজিদে কাঁচা মাংস নিয়ে যাবেন না

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মসজিদে কাঁচা রসুন, কাঁচা পেঁয়াজ খাওয়া বা খেয়ে যাওয়া জায়েয নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত গন্ধ অবশিষ্ট থাকে। আর এই হুকুমটি প্রত্যেক ঐ বস্তুর উপর যেটা থেকে দূর্গন্ধ আসে। যেমন- রসুনের মিশ্রিত তরকারী, মূলা, কাঁচা মাংস এবং কেরোসিন তেল, ঐ দিয়াশলাই যেটার ঘর্ষণের ফলে দূর্গন্ধ বের হয়, বায়ূ বের করা ইত্যাদি ইত্যাদি। যেগুলোর দূর্গন্ধ অর্থাৎ মুখ থেকে দূর্গন্ধ বের হওয়া রোগ বা কোন দূর্গন্ধযুক্ত আঘাত বা কোন দূর্গন্ধযুক্ত ঔষধ লাগিয়েছে, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ দূর্গন্ধ দূর হবে না তার মসজিদে আসা নিষেধ রয়েছে।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৬৪৮ পৃষ্ঠা)

মুখ দূর্গন্ধ হলে মসজিদে যাওয়া হারাম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, মুখে দূর্গন্ধ থাকাবস্থায় যতক্ষণ পর্যন্ত দূর্গন্ধ দূরীভূত হবে না, মসজিদে যাওয়া নিষেধ। শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই ব্যাপারে মাদানী ফুল বর্ণনা করেছেন: ক্ষুধা হতে কম খাওয়ার অভ্যাস গড়ুন। অর্থাৎ এখনো খাওয়ার ইচ্ছা রয়েছে, তখন হাত গুটিয়ে নিন। যদি খুব পেট ভরে খান, আর সময়ে সময়ে শিক-কাবাব, বার্গার, ছোলা, পিজা, আইসক্রীম, ঠান্ডা পানীয় ইত্যাদি যদি পেটে পৌঁছনো হয়, পেট খারাপ হয়ে যায়। আর **আল্লাহ**র পানাহ! যদি মুখ থেকে বের হওয়ার মুখের দূর্গন্ধ রোগ লেগে যায়, তবে কঠিন পরীক্ষা হয়ে যাবে। কেননা, মুখ থেকে দূর্গন্ধ বের হওয়া অবস্থায় মসজিদ প্রবেশ হারাম।

এমনকি যেই সময় মুখ থেকে দূর্গন্ধ বের হয়, ঐ সময় জামায়াত সহকারে নামায আদায় করার জন্য মসজিদে আসা গুনাহ। অথচ আখিরাতের চিন্তার ঘাটতির কারণে অধিকাংশ লোকদের মাঝে খাবারের লোভ খুব বেশি এবং আজ-কাল চতুর্দিকে "ফুড কালছার" এর সময় চলছে। এই সংখ্যক যাদের মুখ থেকে দূর্গন্ধ আসে এর সবচেয়ে বড় চিকিৎসা হলো; সাদাসিদা খাবার তাও আবার ক্ষুধা থেকে কম খাবেন এবং হজম ঠিক রাখবেন। এমনকি যখন খাওয়া শেষ করবেন, খিলাল করে খুব ভালভাবে কুলি ইত্যাদি করে মুখ পরিস্কার রাখার অভ্যাস গড়ুন। অন্যথায় খাবারের অংশ দাঁতের ফাকে (GAPE) থেকে যায়, যেটা দূর্গন্ধ নিয়ে আসে।

শুধুমাত্র মুখের দূর্গন্ধই নয় বরং সব ধরণের দূর্গন্ধ থেকে মসজিদকে বাঁচানো ওয়াজীব। এই কারণে আমাদের মসজিদের আদব সামনে রেখে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করে সুগন্ধি লাগিয়ে মসজিদে উপস্থিত হওয়া উচিত। একটু চিন্তা করুন! যদি আমাদের কোন রাজা, উযীর, বিচারক বা বড় কোন ব্যক্তির কাছে যেতে হয়। তবে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করি। পাগড়ী, চাদর ইত্যাদি ঠিক করি এবং সুঘ্রাণ লাগায়। কিন্তু মসজিদে যাওয়ার জন্য তেমন গুরুত্ব দিই না, অথচ **আল্লাহ পাক** তো সমস্ত বাদশাহেদর বাদশাহ্, তাঁর মর্যাদা ও সম্মান সবার উপরে।

সায়্যিদুনা ইমামে আযমের মূল্যবান পাগড়ী ও পোশাক

মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫১৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "ইমামা কি ফাযায়েল" এর ১৮৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে; হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আযম আবু হানিফা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ রাতের নামাযের জন্য একটি মূল্যবান

পোশাক সেলাই করে রেখেছিলেন। যেটাতে পাঞ্জাবী পায়জামা, পাগড়ী, চাদর এবং সেলোয়ারও ছিলো। সেটার মূল্য ১৫০০ দিরহাম ছিলো।

তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সেটা প্রতিদিন রাতে পরিধান করতেন এবং বলতেন: اَلتَّزَیُّنُ لِلّٰہِ تَعَالٰی اَوۡلٰی مِنَ التَّزَیُّنِ لِلنَّاسِ অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** জন্য সাজ-সজ্জা গ্রহণ করা, লোকদের জন্য সাজ-সজ্জা করার চেয়েও উত্তম।

(তাফসীরে রুহুল বয়ান, ৮ম পারা, সূরা- আরাফ, আয়াত- ৩১, ৩/১৫৪)

মসজিদে উপস্থিতির জন্য সাজ-সজ্জা গ্রহণ করতে **আল্লাহ পাক** নিজেই হুকুম দিয়েছেন। যেমনি ভাবে- ৮ম পারা, সূরা আরাফের ৩১নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

یٰبَنِیۡۤ اٰدَمَ خُذُوۡا زِیۡنَتَکُمۡ عِنۡدَ کُلِّ مَسۡجِدٍ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আদম সন্তানগণ! নিজের সুন্দর পোশাক পরিধান করো যখন মসজিদে যাও।

নামাযের জন্য আতর লাগানো মুস্তাহাব

সদরুল আফাযীল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই আয়াত প্রসঙ্গে বলেন: অর্থাৎ সাজ-সজ্জাময় পোশাক, আর এক বাণী হলো; চিরুনী করা। সুঘ্রান লাগানো, সাজ সজ্জার অন্তর্ভূক্ত এবং সুন্নাত এটাই যে, ব্যক্তি উত্তম আকৃতি ধারণ করা অবস্থায় নামাযের জন্য উপস্থিত হবে। কেননা নামাযে **আল্লাহ পাকের** সাথে মুনাজাত হয়। তখন তার জন্য সাজ সজ্জা করা আঁতর লাগানো মুস্তাহাব। **(খাযাইনুল ইরফান ২৯১ পৃষ্ঠা)**

মসজিদে কথাবার্তার দূর্গন্ধ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হতে পারে কারো মনে এই ধারনা আসতে পারে যে, আমি তো পাঁচ ওয়াক্তই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়েই সুঘ্রাণ লাগিয়ে

মসজিদে যায় ও মসজিদের বস্তু ইত্যাদি নষ্ট করি না। তবে এইভাবেই আমি দূর্গন্ধ ছড়িয়ে মসজিদের বেআদবী থেকে বেঁচে থাকি, তবে প্রতি উত্তরে বলব। আবশ্যক নয় যে বাহ্যিক জিনিসই মসজিদের মধ্যে দূর্গন্ধ ছড়াই। বরং আজ আমাদের অধিকাংশই এমন রোগে সম্পৃক্ত রয়েছে যে, যেটা আমাদের ধারণাও হয় না আর আমরা মসজিদে দূর্গন্ধ করেই চলেছি। অতঃপর এক রেওয়াতে রয়েছে: যে ব্যক্তি গীবত করে ও মসজিদের মধ্যে দুনিয়াবী কথা বলে। তার মুখ থেকে এমন দূর্গন্ধ বের হয়। যার দ্বারা ফেরেশতাগণ **আল্লাহ পাকের** দরবারে তার ব্যাপারে অভিযোগ করে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া ১৬/৩১২ থেকে সংকলিত)

এই বর্ণনার আলোকে আমরা আমাদের ও আমাদের সমাজকে পরীক্ষা করি আমাদের মনের কোন এক কোণে কখনো কি এই কথা এসেছিল যে, মসজিদে গীবত করা, মসজিদে দুনিয়াবী কথা বলা, মুখ থেকে নোংরা দূর্গন্ধ বের হওয়ার কারন? কখনো কি এই কথার প্রতি আমাদের ধ্যান গিয়েছে যে, আমাদের মসজিদে অনর্থক কথা না বলা উচিৎ। স্মরণ রাখবেন! মসজিদ নির্মানের উদ্দেশ্য **আল্লাহ**র স্মরণে মশগুল থাকা। হাদীসে পাকে রয়েছে; "যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** দিকে দাওয়াত প্রদানকারীর আওয়াজে লব্বাইক বললো এবং **আল্লাহ পাকের** মসজিদকে উত্তম ভাবে নির্মান করলো, তবে তার প্রতিদান **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে জান্নাতা রয়েছে।" আরজ করা হলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! মসজিদ সমূহ উত্তম ভাবে নির্মান কি? ইরশাদ করলেন: "এর মধ্যে আওয়াজ উঁচু না করা এবং কোন অনর্থক কথা না বলা।" **(কানযুল উম্মাল, কিতাবুস সলাত, কিসমুল আকওয়াল, ৭/২৭৩, হাদীস- ২০৮৩৭)** আমাদের বুযুর্গগণ মসজিদের আদবের প্রতি খুবই খেয়াল রাখতেন ও মসজিদে দুনিয়াবী কথা অপছন্দ করতেন।

বেআদবকে মসজিদ থেকে বের করে দিলেন:

হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام ঐ সমস্ত লোকদেরকে মসজিদে বসতে নিষেধ করতেন। যারা মসজিদের আদব জানে না। একবার হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام মসজিদে কিছুলোক কে বসা অবস্থায় দেখলেন। যারা অনর্থক কথা বার্তা বলছিল। তখন তিনি নিজের চাদর ভাজ করে তাদেরকে প্রহার করলেন। আর সেখান থেকে বের করে দিলেন ও ইরশাদ করলেন: "তোমরা **আল্লাহ্ পাকের** ঘরকে দুনিয়ার বাজার বানিয়ে রেখেছ। অথচ এটা আখিরাতের বাজার।" **(তাম্বীহুল মুগতারিন, আল বাবুস আলিস, ১৬২ পৃষ্ঠা)**

হযরত সায়্যিদুনা সাইব বিন ইয়াজিদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত, আমি মসজিদে শুয়ে ছিলাম, তখন কেউ আমাকে কংকর মারল। আমি দেখলাম, তিনি আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন। ঐ দুই ব্যক্তির নিকট যাও! যারা জোরে জোরে কথা বলছিল। আমার কাছে নিয়ে এসো আমি ঐ দুইজন কে নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। আমীরুল মু'মিনীন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ তাদের জিজ্ঞাসা করলেন। তোমরা কোথায় থাকো? তারা বলল: আমরা তায়েফে বসবাস করি। আমীরুল মু'মিনীন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বললেন: যদি তোমরা মদীনার অবস্থানকারী হতে, তবে আমি তোমাদের কঠোর শাস্তি দিতাম। তোমরা রাসূলুল্লাহ্ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মসজিদে উচুঁ আওয়াজে কথাবার্তা বলছিলে। **(বুখারী, ১/১৮৭, হাদীস- ৪৭০)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু চিন্তা করুন। একদিকে তো তারা **আল্লাহ্ পাকের** নেক বান্দা, যারা মসজিদের আদবের সত্যি খুব বেশি খেয়াল রাখতেন। আর অন্যদিকে আমরা, মসজিদের আদবের প্রতি

একেবারে অজ্ঞ, অনর্থক কথা তো রয়েছে। অনেক সময় কিছু লোক **আল্লাহ**র পানাহ্! অশ্লীল কথা পর্যন্ত বলে ফেলে। এই ধরনের অসম্মান সাধারণত বিয়ে বা ফাতেহা ইত্যাদি অনুষ্ঠানে হয়ে থাকে। কিছু লোক তো বিয়ের কার্যাবলী বা কুরআনে পাকের তিলাওয়াতের মধ্যে মশগুল থাকে। আর কিছু লোক এক কোনায় তাদের কথা বার্তার আসর সাজিয়ে নেয়। তারপর অনর্থক কথা, গীবত, চুগলী, হাসি, তামাশা এবং অট্টহাঁসির মত ধারাবাহিকতা শুরু হয়। **আল্লাহ**র ওয়াস্তে ভয় করুন! আমাদের এই ধরনের আমল দুনিয়া ও আখিরাতকে ধ্বংস করে দিবে। এই ধরনের লোকদের বিরুদ্ধে মসজিদ **আল্লাহ পাকের** দরবারে অভিযোগ করে। অতঃপর বর্ণনায় এসেছে; এক মসজিদ **আল্লাহ পাকের** দরবারে অভিযোগ করেছে যে, লোকেরা আমার ভিতর দুনিয়াবী কথা বার্তা বলে থাকে। ফেরেস্তার সাথে সে আমার সাক্ষাত হলো আর বললো: আমাকে তাদের ধ্বংস করার জন্য পাঠানো হয়েছে। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া ১৬তম খন্ড, ৩১২ পৃষ্ঠা)**

আসুন! মসজিদে দুনিয়াবী কথাবার্তাও মসজিদে হাদীসের ব্যাপারে তিরষ্কারের উপর বর্ণনা শুনি:

(১) "এমন এক সময় আসবে যে, লোকেরা মসজিদের ভিতর দুনিয়াবী কথা বলবে, তবে ঐ সময় তোমরা ঐ সব লোকের পাশে বসিও না। **আল্লাহ পাকের** ঐ কব লোকদের কোন পরওয়া নেই।"

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিস সলাত, ফসলুল মশি ইলাল মাসজীদ, ৩/৮৬, হাদীস- ২৯৬২)

(২) "মসজিদে দুনিয়াবী কথাবার্তা নেকীকে এই ভাবে খেয়ে ফেলে যেমনি ভাবে চতুষ্পদ জন্তু ঘাস খেয়ে ফেলে।"

(ইত্তে হাফুস সাদাতুল মুত্তাকীন, কিতাব আসরারুস মলাত ওয়া মহিম্মাতু হা আল বাবুল আউয়াল, ৩/৫০)

(৩) "মসজিদে অট্ট হাঁসি দেয়া কবরে অন্ধকার বয়ে আনে।"

(আল জামেউস সগীর, ফসলু ফিল মাহাল্লাহ বালা মিন হাজাল হরফ ১/৩২২, হাদীস- ৫২৩১)

মসজিদে মোবাইল ফোনের রিং বন্ধ রাখুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঐ সব শাস্তির কথা সামনে রেখে নিজেকে ধ্বংস থেকে বাঁচান ও মসজিদের আদব রক্ষা করে ঐ কথার প্রতি খেয়াল রাখুন যে, মসজিদে চলার সময় পায়ের আওয়াজ যাতে না হয়। হাতের লাঠির আওয়াজ, হাত পাকা, জুতা, ব্যাগ, বাসন, ইত্যাদি কোন জিনিষই এমনভাবে রাখবেন না যাতে আওয়াজ সৃষ্টি হয়। যদি মোবাইল ফোন থাকে, তবে মসজিদে তার রিং বন্ধ রাখুন। আফসোস! বর্তমান সময়ে এই ব্যাপারে সতকর্তা খুবই কম। এমনকি মসজিদুল হারাম শরীফের মধ্যে ও তাও আবার কাবা তাওয়াফ করার সময় মোবাইল ফোনের রিং বরং **আল্লাহ**র পানাহ্! মিউজিক্যাল টিউন বাজতে থাকে। মিউজিক্যাল টিউন তো মসজিদ ছাড়া ও নাজায়িয গুনাহ্ তো মসজিদের মধ্যে এই হুকুম আরো কঠোর হবে)

নেক আমল নং ৪৯:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মসজিদের আদব শিক্ষার জন্য ও ইলমে দ্বীন অর্জন করার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান আর যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে স্বতস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করুন। ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি কাজ "৭২টি নেক আমল" এর পুস্তিকা পুরণ (Fill) করা। শায়খে তরীকত আমিরে আহলে সুন্নাত মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আমাদেরকে নেককার হওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেছেন, যার মধ্যে প্রশ্নোত্তর আকারে নেক আমল সজ্জিত রয়েছে এর মধ্যে একটি আমল নম্বর ৪৯ও রয়েছে; **"আপনি কি আজ মসজিদ, ঘর, অফিস ইত্যাদিতে অপচয় করা থেকে বাঁচার চেষ্টা করেছেন? (যেমন; লাইট, ফ্যান,**

বিদ্যুৎ ইত্যাদি বিনা প্রয়োজনে ব্যবহার করা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ফেলে দেয়া বা প্রবাহিত করা।) অনেক লোক মসজিদ, অফিস ইত্যাদিতে বিদ্যুতের ব্যবহার করার ক্ষেত্রে উদাসীনতার মধ্যে থাকে আর অপ্রয়োজনে ফ্যান ও লাইট জ্বালিয়ে রাখে, এটা হচ্ছে অপচয়, যা গুনাহ আর মসজিদে হলে তো এর হুকুম আরো মরাত্মক হবে। কেননা, মসজিদের বিদ্যুৎ বিল চাঁদার টাকা দিয়ে আদায় করা হয়, যার মধ্যে অনেক লোকের টাকা থাকে। এজন্য মসজিদের বিদ্যুৎ ও পানি ইত্যাদি ব্যবহারে অনেক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যেখানে মসজিদের অন্যান্য জিনিসও নিজের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারও যাবে না, অধিকাংশ লোক এ দিকে মনোযোগও দেয় না। **আল্লাহ** পাক আমাদের নেক আমলের পুস্তিকা ধারাবাহিকভাবে পূরণ (Fill) করার তৌফিক দান করুক। আমীন

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মসজিদে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পাগল, বাচ্চা ও নেশাগ্রস্থ ব্যক্তি মসজিদে আসাও মসজিদে পাওয়া যায় এমন একটি মন্দ বিষয়। এদের দ্বারাও মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট হয়। শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্টাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ফয়যানে সুন্নাত প্রথম খন্ড ১২২০ পৃষ্ঠার লিখেন: এমন বাচ্চা যে নাপাকী অর্থাৎ প্রস্রাব ইত্যাদি করে দেওয়ার ভয় রয়েছে, এবং পাগল কে মসজিদের ভিতর নিয়ে যাওয়া হারাম, যদি নাপাকীর ভয় না হয় তবে মাকরুহ। **(রুদ্দুল মুহতার ২/৫১৮)** ১২২১ পৃষ্ঠায় বর্ননা করেন: বাচ্চা বা পাগল বা বেহুশ বা যা যার উপরর জ্বিন ভর করেছে তাকে ফুক দেওয়ার জন্য ও মসজিদে নিয়ে যাওয়ার

শরীয়তে অনুমতী নেই। ছোট বাচ্চাকে ভালভাবে কাপড়ে জড়িয়ে বরং প্যাকিং করেও আনা যাবে না।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মসজিদের সম্মানের ব্যাপারে ফয়যানে সুন্নাত প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা ১২০২ থেকে ১২০৭ এ বর্ণিত মাদানী ফুল সমূহ থেকে কিছু মাদানী ফুল গ্রহন করে নিজের অন্তরের পুস্পধারা সাজিয়ে নিন, اِنْ شَآءَ الله এর বরকত নসীব হবে। যেমন-

(১) মসজিদের ভিতর কোন ধরনের আবর্জনা কখনো ফেলবেন না। সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জযবুল কুলুব এ বর্ননা করেন: মসজিদের মধ্যে সামান্য পরিমান খড় যেনো ফেলা না হয়, তবে এর দ্বারা মসজিদের এই পরিমান কষ্ট হয়। যেমণিভাবে মানুষের চোখে সামান্য ময়লা পড়লে কষ্ট হয়। **(জযবুল কুলুব, ২২ পৃষ্ঠা)**

(২) মসজিদের দেওয়ালে, এর কার্পেট, চাটাই, বা বারান্দার উপরে, অথবা এর নিচে থুথু ফেলা, নাক সাফ করা, নাকে, বা কান থেকে ময়লা বের করা, লাগানো। মসজিদের কার্পেট বা চাটাই থেকে সুতা বা খড় ইত্যাদি ছিড়ে ফেলা নিষেধ।

(৩) প্রয়োজনের অনুসারে মসজিদের ভিতর নিজের রুমাল ইত্যাদি দ্বারা নাক পরিস্কার করাতে কোন ক্ষতি নেই।

(৪) মসজিদের ঝাড়ু দেওয়ার ফলে যে ময়লা আবর্জনা বের হয় তা এমন জায়গায় ফেলবেন না যেখানে বে আদবী হয়।

(৫) জুতা খুলে মসজিদে সাথে নিয়ে যাওয়া উচিত, তবে ময়লা আবর্জনা ইত্যাদি বাইরে ঝেড়ে ফেলুন, পায়ের তলার মধ্যে ধূলির কনাও লেগে থাকে, তবে তা রুমাল ইত্যাদি দিয়ে মুছে মসজিদে প্রবেশ করুন। মসজিদের মধ্যে ধুলির কোন কণাও যেন পড়তে না পারে

(৬) মসজিদের অযু খানার অযু করার পরে, পা অযু খানায় ভালভাবে শুকিয়ে নিন, ভিজা পা নিয়ে চললে মসজিদে কার্পেটে দূর্গন্ধ ও ময়লা আবর্জনার যুক্ত ও অসুন্দর হয়ে যায়।

(৭) মসজিদেও এক দরজার থেকে অন্য দরজায়ে প্রবেশের সময় উদাহারণস্বরূপ- বারান্দার প্রবেশ করলেন তখনো আবার বারান্দা থেকে ভিতরের অংশে প্রবেশ করলে, যখনি প্রবেশ করবে ডান পা অগ্রসর করবেন, এমনকি যদি কাতার দাঁড়িয়ে যায়, তখনো ডান পা রাখবে এবং যখন সেখান থেকে সরে যাবে তখনো ডান পা মসজিদেও কার্পেটে রাখবেন। অর্থাৎ আসা যাওয়া ও প্রত্যেক সারি বদ্ধ কাতারে ও প্রথমে ডান পা রাখবে বা খতিব যখন মিম্বরে যাওয়ার ইচ্ছা করতে প্রথমে ডান পা রাখবে আর যখন নামবে তখন ডান পা দিয়েই নামবে।

(৮) মসজিদে যদি হাঁচি আসে, তখন চেষ্টা করবে ছোট আওয়াজে বের করার। ঐ ধরণের হাঁচি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মসজিদেও মধ্যে উচ্চ আওয়াজে দেয়া অপছন্দ করতেন। এমনি ভাবে ঢেকুর কে নিয়ন্ত্রন করা উচিত, আর যদি না হয় তবে যতটুকু সম্ভব আওয়াজকে চেপে রাখবে যদি ও অন্য মসজিদে হয়! বিশেষ করে মজলিশে বা কোন বুযুর্গের সামনে অভদ্রতামী। হাদীসে পাকের মধ্যে রয়েছে: এক ব্যক্তি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে ঢেকুর তুললো, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আমাদের কাছ থেকে তোমার ঢেকুর দূরে রাখ যে, দুনিয়ার মধ্যে যতবেশি পেট ভতি করে, সে কিয়ামতের দিন ততবেশি ক্ষুধার্থ থাকবে।" **(শরহুস সুন্নাহ, ৭ম খন্ড, ২৯৩ পৃষ্ঠা, হাদিস ৩৯৪৪)** এবং হায় এর মধ্যে আওয়াজ কখনো বের না করা উচিত। যদিও মসজিদের বাইরে একাকী ও হয়, কেননা এটা শয়তানে অট্টহাঁসি, হায়! যখনি আসে যতুটুক সম্ভব মুখ বন্ধ রাখুন, মুখ খুললে শয়তান মুখের

মধ্যে থুথু দেয়। যদি এই ভাবে বন্ধ না হয়, তবে উপরের দাত দ্বারা নিজের ঠোট চেপে ধরুন। আর এই ভাবেও যদি বন্ধ না হয় তবে যতুটুকু সম্ভব মুখ কম খুলবেন, এবং বাম হাত উল্টো করে মুখের উপর রাখবেন। কেননা, তা শয়তানের পক্ষে থেকে হয়, আর আম্বীয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এর থেকে সুরক্ষিত, এই জন্য যখন চলে আসে তো এটা ধারণা করুণ যে, আম্বীয়ায়ে কিরামগণের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان তো হাই আসতো না। اِنۡ شَآءَ الله তাড়াতাড়ী বন্ধ হয়ে যাবে।

(৯) ঠাট্টা মশকরা এমনিতেই নিষেধ আর মসজিদে কঠোর ভাবে না জায়িয।

(১০) মসজিদের মধ্যে বায়ু বের করা নিষেধ।

(১১) কিবলার দিকে পা প্রসারিত করা সব জায়গায় নিষেধ। মসজিদের কোন দিকে পা প্রসারিত করবে না, কেননা এটা দরবারের আদবের বিপরীত, হযরত সিররী সখতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ মসজিদে একাকী বসা ছিলেন। পা প্রসারিত করলেন, মসজিদের এক কোণা থেকে হঠাৎ আওয়াজ আসল, সিররী! বাদশার দরবারে কি এই ভাবে বসে ? সাথে সাথে তিনি পা গুটিয়ে নিলেন। আর ঐ গুটানো পা ইন্তেকালের পরেই প্রসারিত করলেন। **(সবয়ে সানাবিল, ১৩১ পৃষ্ঠা)**

(১২) ব্যবহৃত জুতা মসজিদে পরিধান করে যাওয়া বেয়াদবী।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রকৃত পক্ষে মসজিদের আদবের ব্যাপারটি খুবই নাজুক, এই জন্য খুব সর্তক থাকা উচিত, কেননা যেনো এমন না হয় যে, একটু অসতর্ক হওয়ার কারণে আমরা মসজিদের হক নষ্ট করে বসি। শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা

হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী বযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মসজিদের আদবের প্রতি খুব দৃষ্টি রাখেন এক ইসলামের ভাইয়ের বর্ণনা যে, একবার শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মসজিদে প্রবেশের পূর্বে জুতা খুললেন, উভয় পা কাপড় দ্বারা পরিষ্কার করলেন তারপর মসজিদে প্রবেশ করলেন। মাদানী মুযাকারার এর কারণ বর্ণণা করে বলেন: মসজিদে প্রবেশ করার সময় কাপড় দ্বারা নিজের পা পরিষ্কার করে নিই, যাতে মাটির কণাও মসজিদে চলে না যায়, আরো বলেন: আমি সুন্নাতের উপর আমল করার নিয়্যতে দাঁড়ি ও ভ্রু তে ও তেল লাগিয়ে, কিন্তু তা খুব ভালভাবে পরিষ্কার করে নিই, যাতে ঐ তৈলের চর্বিতে মসজিদ মলিন হয়ে না যায়।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বেশীর ভাগ পকেটে পলিথিন রাখতেন। মসজিদের কার্পেটে পড়ে থাকা চুল খড়খুটা ইত্যাদি উঠিয়ে সেখানে রেখে দিতেন এবং কখনো কখনো অধিক পলেথীন রাখতেন। যে গুলো অন্যান্য ইসলামী ভাই কে উৎসাহিত করে উপহার দিতেন, আর এমনি ভাবে মসজিদে থেকে খড়খুটা ইত্যাদি উঠানোর মন মানষিকতা তৈরী করতেন। মসজিদের আদবের ব্যাপারে আরো জানার জন্য শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুস্তিকা “মসজিদ সুবাসিত রাখুন” মাকতাবাতুল মদীনা থেকে হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে নিজে ও পড়ুন এবং অন্য ইসলামী ভাইয়কে সামর্থ্য অনুযায়ী উপহার দিন। দা’ওয়াত ইসলামীর ওয়েব সাইট www.dawateislami.net এর দ্বারা ও ঐ পুস্তিকাটি পাঠ করতে পারবেন। ডাউন লোড ও করতে পারবেন এবং প্রিন্ট আউট ও করতে পারবেন।

খোদ্দামুল মাসাজিদ বিভাগের পরিচিতি:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মসজিদের গুরুত্ব, আদব ও সম্মান অন্তরে বসানোর জন্য, জামাআত সহকারে নামায আদায় করার অভ্যাস গড়ুন। সুন্নাতের উপর আমলের উৎসাহ নিতে নেকীর দাওয়াত ব্যাপক প্রসার করতে, মাদানী কাফেলার সফর করতে, নেক আমলের উপর আমল করতে এবং অন্য উৎসাহ দেওয়ার মন মানষিকতা পেতে এবং দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মহলে সম্পৃক্ত হয়ে যান, এবং দীনের কাজের উন্নতির জন্য যতটুকু সম্ভব দা'ওয়াতে ইসলামীকে সহযোগীতা করুন। দা'ওয়াতে ইসলামী اَلْحَمْدُ لِلّٰه প্রায় ১০০টি বিভাগে কাজ করে যাচ্ছে। সে গুলোর মধ্যে থেকে একটা বিভাগ হলো খোদ্দামুল মাসাজিদ, এই বিভাগের প্রতিষ্ঠার কারণ, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর স্বর্প্নের পৃণতা করণ যে, হায়! যদি আমাদের মসজিদ আবাদ হয়ে যেতো, তার সৌন্দর্য তা ফিরে আসতো, এবং নফস ও শয়তানের কারণে সৃষ্টিজগত যারা তার স্রষ্টার কাছ থেকে দূরে সরে গেছে, নিকটবর্তী হয়ে যেতো।

খোদ্দামুল মাসাজিদ বিভাগ পুরাতন মসজিদ আবাদ করার চেষ্টার পাশাপাশি নতুন মসজিদ নির্মাণের ইত্যাদি ধারাবাহিকতা কোন না কোন ভাবে অব্যাহত থাকে। যে সব এলাকা বা মহল্লার মধ্যে মসজিদের যিম্মাদাররা সে সব এলাকা বা শহরে মধ্যে মসজিদের প্রয়োজন, সেখানে খোদ্দামুল মাসাজিদ বিভাগের যিম্মাদাররা সে সব এলাকা কাবিনা মুশাওয়ারাতের নিগরানের মাধ্যমে দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত থেকে শরয়ী দিক নিদের্শন নিয়ে জায়গা (Plot) সংগ্রহের চেষ্টা এবং সুন্দর ভাবে নির্মানের ব্যবস্থা করেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কয়েকটি সুন্নাত ও আদব বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে। **(মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল ঈমান, ১/৯৭, হাদীস ১৭৫)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ঘুমানো ও জাগ্রত হওয়ার সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর "১০১ মাদানী ফুল" পুস্তিকা থেকে ঘুমানো ও জাগ্রত হওয়ার সুন্নাত ও আদব শুনি: ✸ শয়ন করার আগে বিছানাকে ভালোভাবে ঝেড়ে নিন যাতে কোন ক্ষতিকর পোকা মাকড় ইত্যাদি থাকলে বের হয়ে যায়, ✸ শয়ন করার আগে এ দোয়াটি পড়ে নিন: اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى **অনুবাদ: হে আল্লাহ পাক!** আমি তোমার নামে মৃত্যুবরণ করছি এবং জীবিত হবো। (অর্থাৎ শয়ন করি ও জাগ্রত হই)। **(বুখারী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯৬, হাদীস নং- ৬৩২৫)** ✸ আসরের পর ঘুমালে স্মরণ শক্তি কমে যায়। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আসরের পর ঘুমায় আর তার বুদ্ধি কমে যায়, তবে সে যেন নিজেকে তিরস্কার করে।" **(মুসনাদে আবি ইয়ালা, ৪র্থ খন্ড, ২৭৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৮৯৭)** ✸ দুপুরে কায়লুলা (অর্থাৎ কিছুক্ষণ শয়ন করা) মুস্তাহাব। **(আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩৭৬ পৃষ্ঠা)** সদরুস শরীয়া, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: যথাসম্ভব এটা ঐ সমস্ত লোকদের জন্য হবে, যারা রাত জেগে ইবাদত করে, নামায আদায় করে, **আল্লাহ পাকের** যিকির করে কিংবা কিতাব পাঠ করে অথবা অধ্যয়নে

ব্যস্ত থাকে। কেননা, রাত জাগার কারণে যে ক্লান্তি আসে তা দূর হয়ে যাবে। **(বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ৭৯ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতুল মদীনা)** ✸ দিনের শুরুতে কিংবা মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে ঘুমানো মাকরূহ। **(আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩৭৬ পৃষ্ঠা)**

ঘোষণা

ঘুমানো ও জাগ্রত হওয়ার অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)